দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 14 JUL 1990 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... 2 ...

২৯

শিক্ষাঙ্গনে

শিক্ষা ও শিক্ষক

পরীক্ষার হলে ব্যাপকভাবে নকল করাসহ নানাবিধ অসৎ উপায় অবলম্বনের জন্য যে শুধু ছাত্ররাই দায়ী তা নয়, এ ক্ষেত্রে কতিপয় নীতি জ্ঞান বিবর্জিত শিক্ষকও কম দায়ী নন। ছাত্ররা শ্রেণীতে ভালভাবে পাঠ আয়ত্ত করতে পারলেই তাদের নকল করার কোন প্রয়োজন হত না। শিক্ষকরা শ্রেণীতে শুধু উপস্থিত হতে পারলেই তাদের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। তাদের ওপর যে দায়িত্ব তাহল, শ্রেণীতে যা পড়ানো হল তা ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ হতে পরিপূর্ণভাবে আদায় করে নেয়া। কিন্তু তারা তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই করেন না। ছাত্র-ছাত্রীরা কিছু জানলো কি জানলো না তা দেখা হয় না। অনেক সময় দেখা যায় শিক্ষকরাই অনভিজ্ঞ অথবা শিক্ষকতার জন্য যথোপযুক্ত নন। তারা অনেক সময় শিক্ষকতার সাথে সাথে শ্রেণীতে যা পড়ানো হয় তা সপ্তাহান্তে যদি তার পরীক্ষা নেয়া হয় এবং বছরান্তে সেই প্রাপ্ত নম্বরসমূহ গড় করে ফলাফল মূল্যায়ন করা হয় তবে হয়ত ছাত্র-ছাত্রীরা নকল করার কথা আর ভাববে না।

অনেক শিক্ষক আছেন বাড়ীতে প্রাইভেট পড়ান। তারা পরীক্ষায় সহজে পাস করার ব্যবস্থাপত্র দেন এবং অনেক সময় প্রশ্নপত্রও বলে দিয়ে থাকেন। ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা যথার্থ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়। তারা নোট পড়ে এবং সমস্ত বই না পড়ে পাস করে। শিক্ষকরা অনেক সময় তাদের ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার হলে নকল সরবরাহ করেন বা নকলের সুবিধা প্রদান করে থাকেন। এ ধরনের বহু নজির পাওয়া যায়। শিক্ষকরা যদি কর্মক্ষেত্রে এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে যথাযথ ভূমিকা না রাখতে পারেন তবে নকল তথা অসৎ উপায় অবলম্বন থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের বিরত রাখা কোন ক্রমেই সম্ভব হবে না। এ বিষয়ে শিক্ষকরা সচেষ্ট হলেই নকল প্রবণতা হ্রাস পাবে।

—মাহমুদুল হক,